পিট মৃত্তিকা

পিট হিসটোসল গ্রুপের এক ধরণের মৃত্তিকা। পিট মৃত্তিকায় জৈব পদার্থের পরিমাণ খুব উচ্চ হয়ে থাকে (২০-৮০%)।এর গভীরতা কমপক্ষে ৫০ সেমি হয়ে থাকে। বাংলাদেশে গোপালগঞ্জ-খুলনা পিট বেসিন ফিজিওগ্রাফি অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পিট মৃত্তিকা পাওয়া যায়। এছাড়া সুরমা-কুশিয়ারা পললভূমি, পুরাতন হিমালয় পাদদেশীয় ভূমি, উত্তর এবং পূর্বাঞ্চলীয় পাদদেশীয় ভূমি , ব্রহ্মপূত্র পললভূমি,গংগা পললভূমি ফিজিওগ্রাফি অঞ্চলেও পিট মৃত্তিকা পাওয়া যায়।

পিট অতি মন্দ নিষ্কাষিত মৃত্তিকা এবং সারা বছর জলসঞ্চিত অবস্থায় থাকে। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এর ১৯৮৫-২০০১ সালের আধা-বিস্তারিত মৃত্তিকা জরিপে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে প্রায় ১,০৫,৫৪৬ হেক্টর পিট মৃত্তিকা আছে।

পিট মৃত্তিকা কে সমস্যা ক্লিষ্ট মৃত্তিকা বলা হয়। এর প্রধান কারন হলো পিট মৃত্তিকায় উদ্ভিদের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান গ্রহণ উপযোগী অবস্থায় থাকেনা, পিট মৃত্তিকার বাল্ক ডেনসিটি, বিয়ারিং ক্যাপাসিটি খুবই নিম্ন থাকে, তাছাড়া জলসঞ্চিত থাকার কারণে ধান ফসল ছাড়া অন্যান্য ফসল চাষও সম্ভব হয় না।মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এর জরিপ লব্ধ ফলাফল থেকে পিট মৃত্তিকার পরিমাণ, সেখানকার ভূমি ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। এছাড়াও ভবিষ্যতে এসমস্ত যায়গায় পিট এলাকার পরিবর্তন, কার্বন নি:সরণে পিট এলাকার ভূমিকা, পিট এলাকা সংরক্ষণ ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা করা মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এর ভবিষ্যৎ কর্মকান্ডের মধ্যে রয়েছে।